খসড়া

ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড অধ্যাদেশ, ২০২৬

যেহেতু, তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ ইস্যুয়ারসমূহের নিকট নগদ ও স্টক লভ্যাংশ, রাইট শেয়ার এবং প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (IPO) অর্থের কিছু অংশ তিন বৎসর বা ততোধিককাল যাবৎ দাবিবিহীন, অবণ্টিত বা অপ্রত্যার্পিত অবস্থায় থাকে;

এবং যেহেতু, উক্ত অর্থ ও শেয়ারসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা অপরিহার্য;

এবং যেহেতু, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থসুরক্ষা, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা ও বিকাশ সাধনের নিমিত্ত উপরেল্লিখিত অর্থ, শেয়ার এবং তালিকাচ্যুত কোম্পানিসমূহের অবণ্টিত অর্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র তহবিল প্রতিষ্ঠা সমীচীন;

এবং যেহেতু বিনিয়োগকারীর অর্থ এবং শেয়ার সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখিয়া তহবিলের পরিচালনাসহ লভ্যাংশ বিতরণের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ সমীচীন;

এবং যেহেতু, উক্ত তহবিলের সুরক্ষা, যথাযথ তত্ত্বাবধান এবং প্রকৃত দাবীদারের নিকট ন্যায্য দাবি দ্রুত ও সঠিকভাবে প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

অধ্যায়: ১
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কার্যকারিতা।**- (১) এই অধ্যাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড অধ্যাদেশ, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) **"অদাবিকৃত নগদ লভ্যাংশ"** বলিতে এমন কোনো নগদ লভ্যাংশকে বুঝাইবে, যাহা ইস্যুয়ার কর্তৃক বিনিয়োগকারীর কাছে লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট, চেক, ব্যাংক ড্রাফট বা অন্য কোনো মাধ্যমে ইস্যু করা হইয়াছে, কিন্তু ইস্যুর তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিনিয়োগকারী কর্তৃক ইস্যুয়ারের নিকট হইতে সংগ্রহ বা দাবি করা হয় নাই;

(খ) **"অনাদায়ী লভ্যাংশ"** অর্থ নগদ বা স্টক লভ্যাংশ, যাহা বিতরণ বা দাবি করা হয় নাই;

(গ) **"কমিশন"** বলিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে বুঝাইবে;

(ঘ) **"বাজার মধ্যস্থতাকারী (Market Intermediary)"** বলিতে এমন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে বুঝাইবে, যিনি বা যাহারা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের

১৫ নং আইন) এবং ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন) ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;

(ঙ) **"ফান্ড বা তহবিল"** বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৪ অনুযায়ী গঠিত ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড বা সংক্ষেপে সিএমএসএফ কে বুঝাইবে;

(চ) **"তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি"** অর্থ বাংলাদেশের কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত যে কোনো সিকিউরিটি;

(ছ) **"বিনিয়োগকারী"** বলিতে এমন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে বুঝাইবে, যিনি বা যাহারা কোনো সিকিউরিটিজ, মিউচুয়াল ফান্ড বা কালেক্টিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের ইউনিটে বিনিয়োগ করিয়াছেন বা প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে চাঁদা প্রদান করিয়াছেন;

(জ) **"বোর্ড"** বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৭ অনুযায়ী গঠিত বোর্ড অব গভর্নরসকে বুঝাইবে;

(ঝ) **"ইস্যুয়ার"** অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ও যৌথ বিনিয়োগ স্কীমের ইউনিট ইস্যু করিয়াছেন বা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন;

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা বক্তব্যের (expression) সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা বক্তব্য Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন) এবং এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **অধ্যাদেশের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায়: ২
ফান্ডের গঠন, বোর্ড অব গভর্নরস এর গঠন এবং দায় ও দায়িত্ব, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ, ইত্যাদি

৪। **ফান্ডের গঠন।**- (১) Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক ইতোপূর্বে গঠিত ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত হইয়াছে।

(২) ইহা একটি সংবিধিবদ্ধ তহবিল হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর থাকিবে।

(৩) ইহার একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা অফিস থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৪) ইহা এই অধ্যাদেশের ধারা ৬ এ উল্লিখিত অর্থ ও সিকিউরিটিজের হেফাজতকারী তথা কাস্টডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবে।

৫। **ফান্ডের কার্যালয় ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো।**— (১) ফান্ডের অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) প্রয়োজনবোধে, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) ফান্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা কাঠামো থাকিবে।

৬। **ফান্ডের উৎস, পরিচালনা ও সংরক্ষণ।**- (১) তালিকাভুক্ত কোম্পানির বা সিকিউরিটিজের অবণ্টিত লভ্যাংশ, অবণ্টিত রাইট শেয়ার, অবণ্টিত প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের (Initial Public Offer/Qualified

Investors Offer) সাবস্ক্রিপশন অর্থ, তালিকাচ্যুত কোম্পানির অবণ্টিত অর্থ, তহবিলের অর্থ হইতে অর্জিত/প্রাপ্ত মুনাফা ফান্ড বা তহবিলে জমা হইবে।

(২) সরকার বা কমিশন বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা অনুমোদিত কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থও ফান্ডে জমা করা যাইবে।

(৩) কোনো তফসিলি ব্যাংকে ফান্ডের নামে হিসাব খুলিয়া উক্ত উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ জমা করিতে হইবে এবং ফান্ডের অর্থ ঝুঁকিমুক্ত ও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখিয়া তহবিল ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

(৪) ফান্ডে স্থানান্তরিত সকল শেয়ার বা সিকিউরিটিজসমূহ ফান্ডের নিজস্ব ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) এ সংরক্ষিত থাকিবে।

(৫) ফান্ডের নামে রক্ষিত ব্যাংক হিসাব ও ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) হইতে বিনিয়োগকারীদের দাবিকৃত অনাদায়ী লভ্যাংশ, অবণ্টিত রাইট শেয়ার, অবণ্টিত প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের (Initial Public Offer/Qualified Investors Offer) সাবস্ক্রিপশন অর্থ, তালিকাচ্যুত কোম্পানির অবণ্টিত অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৯ এর বিধান মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৬) বিনিয়োগকারীদের অদাবিকৃত ও অনিষ্পন্ন লভ্যাংশ বা অর্থ বা শেয়ার সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখিয়া ফান্ডের অর্জিত মুনাফা বা অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ফান্ডের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৭) অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফান্ড উহার কোনো সম্পদ ধারণ বা প্রাপ্তির জন্য কোনো প্রকার আয়কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না এবং উক্ত কর প্রদান হইতে ফান্ডকে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

অধ্যায়: ৩
বোর্ড অব গভর্নরস এর গঠন, সভা, দায়িত্ব, ইত্যাদি।

৭। **ফান্ডের বোর্ড অব গভর্নরস এর গঠন।**- একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সদস্য সমন্বয়ে নিম্নরূপভাবে ফান্ডের বোর্ড অব গভর্নরস গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান- পদাধিকার বলে বোর্ড এর চেয়ারম্যান;

(খ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের একজন কমিশনার-সদস্য;

(গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব- সদস্য;

(ঘ) ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB) এর প্রেসিডেন্ট-সদস্য;

(ঙ) বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ (বিএপিএলসি) এর প্রেসিডেন্ট- সদস্য;

(চ) কমিশন কর্তৃক মনোনীত স্টক এক্সচেঞ্জের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক- সদস্য;

(ছ) ফান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) - সদস্য সচিব।

৮। **বোর্ড অব গভর্নরস এর সভা।**- (১) ফান্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক ধার্যকৃত সময় ও স্থানে বোর্ড অব গভর্নরস এর সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কমপক্ষে ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ড সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) ফান্ডের চেয়ারম্যান বোর্ড অব গভর্নরস এর সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে, কমিশনের কমিশনার, যিনি বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য, সভায় সভাপতিত্ব করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ফান্ডের চেয়ারম্যান এর অনুমতিক্রমে বোর্ড অব গভর্নরস এর সভায় কোনো সদস্য অনলাইনে যুক্ত হইয়া উপস্থিত থাকিতে পারিবে।

(৪) বোর্ড প্রতি আর্থিক বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি সভা আয়োজন করিবে।

(৫) ফান্ডের চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে অথবা বোর্ডের যে কোনো সদস্যের অনুরোধে জরুরি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৬) বোর্ড অব গভর্নরস এর সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) শুধুমাত্র কোনো সদস্যপদের শূন্যতা বা বোর্ড অব গভর্নরস এর গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ড অব গভর্নরস এর কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কিত কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৮) বোর্ড সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বোর্ডের পরবর্তী সভায় এই কার্যবিবরণী নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৯) বোর্ডের সদস্যগণ সভায় উপস্থিতির জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

৯। বোর্ড অব গভর্নরস এর দায়িত্ব।- (১) বোর্ড অব গভর্নরস ফান্ডের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) বোর্ড ফান্ডের বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করিবে।

(৩) বোর্ড প্রয়োজনবোধে ফান্ডের ব্যবস্থাপনা কমিটি বা অন্য কোনো কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) এছাড়াও বোর্ড নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করিবে:

(ক) তহবিলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) তহবিলের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন বোর্ড অব গভর্নরস-এর সভায় অনুমোদিত হইবে;

(ঘ) অন্তর্বর্তীকালীন (interim) আর্থিক বিবরণী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হইবে;

(ঙ) কমিটির কার্যপরিধি (TOR) নির্ধারণ করিবে;

(৫) ফান্ডের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং ফান্ডের উদ্দেশ্য পূরণার্থে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং বিবেচনার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর নিয়োগ, বরখাস্ত, ইত্যাদি।- (১) ফান্ডের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবে।

(২) কমিশনের পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয় এমন একজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে ফান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে পদায়ন করা যাইবে।

(৩) যদি কোনো কারণবশতঃ কমিশন উহার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে ফান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে পদায়ন করিতে না পারে, তাহা হইলে বোর্ড অব গভরর্নস, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ফান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দান করিতে পারিবেঃ

(ক) সিইও'র মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর। তবে বোর্ড অব গভর্নরস এর অনুমোদনক্রমে সিইও'র মেয়াদ নবায়ন করা যাইবে;

(খ) কোনো ব্যক্তির বয়স পয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি সিইও পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা সিইও পদে বহাল থাকিবে না;

(গ) সিইও তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে ব্যর্থ বা কোনো অসদাচরণের বা নৈতিক স্খলনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে বোর্ড অব গনর্ভরস তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণ (যাহা প্রযোজ্য) করিতে পারিবে; তবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড অব গভর্নরস এর বিশেষ সভায় সদস্যদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ হইতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে তাহার লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে;

(ঘ) এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড অব গভর্নরস কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে সিইও-কে ৩ (তিন) মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা ৩ (তিন) মাসের বেতন ও ভাতাদি নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকরি হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

(ঙ) সিইও বোর্ড অব গভর্নরস এর নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে বা চাকরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি ফান্ডকে তাহার ৩ (তিন) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(চ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর বেতন-ভাতা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) কমিশন হইতে উপযুক্ত কোনো কর্মকর্তাকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে পদায়ন করা হইলে, তিনি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে ব্যর্থ বা কোনো অসদাচরণ বা নৈতিক স্খলনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রমাণাদিসহ লিখিতভাবে কমিশনকে অবহিত করিতে হইবে।

১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর দায়িত্ব।- (১) বোর্ড কর্তৃক প্রণীত চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপালিত হইবে।

(২) ফান্ডের দৈনন্দিন, প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব সিইও'র উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তিনি বোর্ড অব গভর্নরস এর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন।

(৪) তিনি বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

অধ্যায়: ৪
ফান্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবালী, ফান্ডের পরিচালনা ও সংরক্ষণ, তহবিলের বাজেট, তহবিলের আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষা

১২। ফান্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।- (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ফান্ডের যথাযথ সংরক্ষণ ও বিনিয়োগকারীর দাবি নিষ্পত্তিকরণ ও বিনিয়োগকারীর পক্ষে ফান্ডের কাস্টডিয়ান (custodian) হিসেবে কাজ করাই হইবে ফান্ডের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নরূপ যেকোনো বিষয় থাকিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) বিনিয়োগকারীর দাবিকৃত প্রাপ্য লভ্যাংশ, রাইট শেয়ার, বোনাস শেয়ার, গণপ্রস্তাবের সাবক্রিপশনের অর্থ, তালিকাচ্যুত কোম্পানির অবন্টিত অর্থ নিস্পত্তি নিশ্চিত করা;

(খ) পাওনা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর পাওনা বা দাবি চিরস্থায়ী (perpetual) ভিত্তিতে বহাল থাকিবে এবং যেকোনো সময় বৈধ উত্তরাধিকারি যথাযথ পদ্ধতিতে পাওনা দাবি করিলে, তা প্রমাণ সাপেক্ষে বৈধ উত্তরাধিকারির কাছে হস্তান্তর করা;

(গ) কেন্দ্রীয়ভাবে লভ্যাংশ বিতরণ ও উৎসে কর কর্তন (টিডিএস) ব্যবস্থা পরিচালনা করা;

(ঘ) বিনিয়োগ শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঙ) বোর্ডের নির্দেশে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৩। জনবল ও বেতন কাঠামো।— (১) ফান্ডের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে, বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ফান্ডের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সম্পর্কিত চাকুরির শর্তাবলী, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায়: ৫
ফান্ডের আর্থিক বিষয়াদি, প্রতিবেদন, ইত্যাদি

১৪। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী**।– (১) ফান্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি বৎসর ফান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী বোর্ড অব গভরর্নস এর নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে এবং বাজেট অনুমোদন পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উহার অনুলিপি কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, ফান্ডের বাজেট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

(৩) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সিইও বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী বোর্ডে উপস্থাপন করিবে।

১৫। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা, ইত্যাদি**।– (১) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ফান্ডের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ফান্ডের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (IFRS) অনুযায়ী প্রস্তুত করতঃ প্রতিবেদন আর্থিক বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহা নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) বিনিয়োগকারীদের অদাবিকৃত ও অনিষ্পন্ন অর্থ, শেয়ার এবং অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ পৃথক ভাবে আর্থিক বিবরণীতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) বোর্ড অব গভর্নরস উহার সভায় কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নিরীক্ষক প্যানেল হইতে একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মকে ফান্ডের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য নিয়োগ করিবে।

(৪) বোর্ড নিরীক্ষকের সম্মানী নির্ধারণ করিবে।

(৫) তহবিলের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পন্ন হইবার পরবর্তী বোর্ড অব গভর্নরস এর সভায় অনুমোদনের পর ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উহার অনুলিপি কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।

১৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।- (১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে ফান্ড তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন কমিশনের নিকট পেশ করিবে।

(২) এই ধারার অধীন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন সরকারের নিকট উহা উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

১৭। **ইস্যুয়ারের নিকট রক্ষিত অদাবিকৃত, অবন্টিত বা অনিষ্পন্ন লভ্যাংশ (নগদ বা স্টক), অপরিশোধিত পাবলিক সাবস্ক্রিপশন মানি, অ-বরাদ্দকৃত রাইট শেয়ার এবং তালিকাচ্যুত কোম্পানির অর্থ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া**।-(১) যদি কোনো নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) ঘোষণার তারিখ বা অনুমোদনের তারিখ বা রেকর্ড ডেট হইতে, ক্ষেত্রমত, ৩ (তিন) বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য অপরিশোধিত বা অদাবিকৃত বা অনিষ্পন্ন বা অবন্টিত থাকে, তাহা হইলে ইস্যুয়ার, কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ উহা তহবিলের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করিবে।

(২) যদি কোনো স্টক লভ্যাংশ (stock dividend) বা বোনাস শেয়ার (bonus shares), যাহার উপর কর্পোরেট সুবিধা হিসাবে বোনাস শেয়ার অন্তর্ভুক্ত, ঘোষণার তারিখ বা অনুমোদনের তারিখ বা রেকর্ড ডেট হইতে, ক্ষেত্রমতে, ৩ (তিন) বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য আন-অ্যালোটেড বা অবন্টিত বা অনিষ্পন্ন থাকে, তাহা হইলে ইস্যুয়ার, কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ও

পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ উহা তহবিলের ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) এর বিও অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করিবে।

(৩) যদি কোনো রাইটস শেয়ার (rights share) সাবস্ক্রিপশনের তারিখ বা অ্যালোটমেন্টের তারিখ হইতে, ক্ষেত্রমতে, ৩ (তিন) বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য আন-অ্যালোটেড বা অবন্টিত বা অনিষ্পন্ন থাকে, তাহা হইলে ইস্যুয়ার, কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ উহা তহবিলের ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) এর বিও অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করিবে।

(৪) সাবস্ক্রিপশন বা রিফান্ডের তারিখ যেটি প্রযোজ্য হয়, সেই তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত হইবার পরেও যদি কোনো পাবলিক সাবস্ক্রিপশন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, ইস্যুয়ার কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ উহা তহবিলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করিবে।

(৫) তালিকাচ্যুত কোম্পানির অবন্টিত/অপরিশোধিত অর্থ কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক তহবিলের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে।

১৮। ফান্ডের ডাটাবেস সংরক্ষণ।— (১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) একটি ডাটাবেস/ ডাটা ব্যাংক তৈরি করিয়া ধারা ১৭(১) হইতে ধারা ১৭(৫) এ প্রদত্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবেন।

(২)ফান্ডের সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে/ডিজিটাল উপায়ে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

১৯। দাবি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া।-(১) কোনো শেয়ারহোল্ডার বা সিকিউরিটিজ হোল্ডার যদি তহবিলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত তাহার নগদ লভ্যাংশ দাবি করেন, তবে দাবি প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ইস্যুয়ার দাবিটি যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর, এই অধ্যাদেশের ১৭(১) ধারার বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যসহ তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর কাছে সুপারিশ করিবে, যেন তহবিলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হইতে উক্ত লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়ঃ

শর্ত থাকে যে, তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এই অধ্যাদেশের ধারা ১৮(১) অনুযায়ী তৈরি করা ডাটাবেস/ ডাটা ব্যাংক এবং উপরিউক্ত সুপারিশের সাথে যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের দাবি নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড বা উপযুক্ত কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতির মাধ্যমে দাবিকারীকে নগদ লভ্যাংশ পরিশোধ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারকে তা অবহিত করিবেন;

(২) কোনো শেয়ারহোল্ডার যদি তহবিলের ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত তাহার স্টক লভ্যাংশ বা বোনাস শেয়ার দাবি করেন, তবে দাবি প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ইস্যুয়ার দাবিটি যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর, এই অধ্যাদেশের ধারা ১৭(২) এর বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যসহ তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর কাছে সুপারিশ করিবে, যেন তহবিলের ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) অ্যাকাউন্ট এর বিও হইতে উক্ত স্টক লভ্যাংশ বা বোনাস শেয়ার পরিশোধ বা স্থানান্তর করা হয়:

শর্ত থাকিবে যে, তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এই অধ্যাদেশের ধারা ১৮(১) অনুযায়ী তৈরি করিয়া ডাটাবেস/ব্যাংক এবং উপরিউক্ত সুপারিশের সাথে যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের দাবি নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড বা উপযুক্ত কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির

১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে দাবিকারীর বিও (BO) অ্যাকাউন্টে স্টক লভ্যাংশ বা বোনাস শেয়ার পরিশোধ বা স্থানান্তর করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারকে তা অবহিত করিবেন।

(৩) কোনো শেয়ারহোল্ডার যদি তহবিলের ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত তাহার রাইট শেয়ার (Rights Shares) দাবি করেন, তবে দাবি প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ইস্যুয়ার দাবিটি যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর, এই ধারা অধ্যাদেশের ১৭(৩) এর বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যসহ তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর কাছে সুপারিশ করিবে, যেন তহবিলের ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) এর বিও অ্যাকাউন্ট হইতে উক্ত রাইট শেয়ার পরিশোধ বা স্থানান্তর করা হয়ঃ

শর্ত থাকে যে, তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এই ধারা অধ্যাদেশের ১৮(১) অনুযায়ী তৈরি করা ডাটাবেস/ডাটা ব্যাংক এবং উপরিউক্ত সুপারিশের সাথে যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের দাবি নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড বা উপযুক্ত কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে দাবিকর্তার বিও (BO) অ্যাকাউন্টে রাইট শেয়ার পরিশোধ বা স্থানান্তর করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারকে তা অবহিত করিবেন।

(৪) কোনো পাবলিক ইস্যু সাবস্ক্রাইবার বা বিনিয়োগকারী যদি তহবিলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত তাহার ফেরতযোগ্য পাবলিক সাবস্ক্রিপশন অর্থ দাবি করেন, তবে দাবি প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ইস্যুয়ার দাবিটি যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর, এই ধারা অধ্যাদেশের ১৭(৪) এর বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যসহ তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর কাছে সুপারিশ করিবে, যেন তহবিলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হইতে উক্ত পাবলিক সাবস্ক্রিপশন অর্থ পরিশোধ করা হয়:

শর্ত থাকিবে যে, তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এই ধারা অধ্যাদেশের ১৮(১) অনুযায়ী তৈরি করা ডাটাবেস/ডাটা ব্যাংক এবং উপরিউক্ত সুপারিশের সাথে যথাযথভাবে যাচাই করিবার পর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের দাবি নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড বা উপযুক্ত কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতির মাধ্যমে দাবিকর্তাকে উক্ত পাবলিক সাবস্ক্রিপশন অর্থ পরিশোধ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারকে তা অবহিত করিবেন।

(৫) বিনিয়োগকারী ইস্যুয়ার বরাবর দাবি/আবেদন না করিয়া সরাসরি ফান্ড বরাবর দাবি/আবেদন করিতে পারিবেন; এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারের সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ফান্ড বিনিয়োগকারীর দাবি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) তালিকাচ্যুত কোম্পানির অপরিশোধিত অর্থ ফেরত পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকারী যথাপুযুক্ত প্রমাণাদি/ দলিল দস্তাবেজ সহকারে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বরাবর আবেদন করিবে, উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৮(১) অনুযায়ী তৈরি করা ডাটাবেস/ডাটা ব্যাংক এর সাথে যাচাই পূর্বক দাবিকারীর অর্থ তাহার ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ বা স্থানান্তর করিতে হইবে।

(৭) বিনিয়োগকারীদের দাবির/পাওনার মূল অর্থ (Principal Amount) ফান্ড হইতে নিষ্পত্তি করা হইবে।

অধ্যায়: ৬
বিবিধ

২০। **বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম।**- বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, বিনিয়োগ শিক্ষা ও আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজার গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজারের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ফান্ড, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

(ক) বিনিয়োগকারীদের পাওনা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখিয়া ফান্ডের উদ্বৃত্ত আয় হইতে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (BICM), বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (BASM) এবং কমিশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা করিতে পারিবে;

(খ) এককভাবে বা উপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সহিত যৌথভাবে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২১। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিনিয়োগকারীর স্বার্থে কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে, ইস্যুয়ারের নিকট রক্ষিত অদাবিকৃত, অবন্টিত বা অনিষ্পন্ন লভ্যাংশ (নগদ বা স্টক), অপরিশোধিত পাবলিক সাবস্ক্রিপশন মানি, অ-বরাদ্দকৃত রাইট শেয়ার এবং তালিকাচ্যুত কোম্পানির অর্থ স্থানান্তর বা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। **অনুসন্ধান**।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা তদারকি বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বা কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে বা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে-কোনো সময়ে লিখিত আদেশ দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুসন্ধানের পর কমিশনের নিকট অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুসন্ধান কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে অনুসন্ধানাধীন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও দলিলপত্র প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৩। **অর্থদন্ড**।– (১) যদি কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন-

(ক) প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন; বা

(খ) প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ; বা

(গ) কোনো অনুসন্ধানের সময় অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হন; তাহা হইলে কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া লিখিত আদেশ দ্বারা সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে বা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে অনুরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ড অনাদায়ী হইলে উহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৪। **পুনঃবিবেচনা**।– (১) কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট উহা পুনঃবিবেচনা করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশন পুনঃবিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তিক্রমে উহার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে।

(৩) আবেদন পুনঃবিবেচনার সুবিধার্থে কমিশন আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ দিতে পারিবে এবং আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য তলব করিতে পারিবে।

২৫। **তথ্য তলব**।–এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণার্থে সিএমএসএফ বা ইস্যুয়ার বা বিনিয়োগকারী বা সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কমিশন প্রয়োজনীয় হিসাব বহি, দলিলাদি, বিবরণী, ব্যাখ্যা বা অন্যান্য তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তিগণ কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও দলিলপত্র প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**— এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী, কমিশনের চেয়ারম্যান, কোনো কমিশনার, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা ফান্ডের বোর্ড অব গভর্নরস এবং ফান্ডের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৭। **রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।**- (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার পর Bangladesh Securities and Exchange Commission (Capital Market Stabilization Fund) Rules, 2021 রহিত হইবে।

(২) ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণার্থে চলমান ও কার্যকর থাকিবে।

(৩) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Bangladesh Securities and Exchange Commission (Capital Market Stabilization Fund) Rules, 2021 এর অধীনে-

(ক) কৃত কোনো কাজ-কর্ম, জনবল, স্থায়ী, অস্থায়ী সম্পদ ও দায়সমূহ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(গ) প্রণীত সকল প্রবিধি বা উপ-আইন বা প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ বা জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বা নীতিমালা বা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বা প্রদত্ত সুবিধাদি বা সম্পাদিত অন্য কোনো আইনগত দলিলাদি এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা কোনো আদালতে চলমান থাকিলে উহা এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Bangladesh Securities and Exchange Commission (Capital Market Stabilization Fund) Rules, 2021 রহিত হয় নাই;

(ঙ) প্রণীত সকল নীতিমালা বা পলিসি বা প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ বা জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি বা প্রদত্ত সুবিধাদি বা সম্পাদিত অন্য কোনো আইনগত দলিলাদি এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারিকৃত বা সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকর থাকিবে;

(চ) নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্র অধ্যাদেশ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সম্পর্কিত চাকুরির শর্তাবলী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) পূর্বের কোনো বিধানাবলীর সহিত এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে এই অধ্যাদেশের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

২৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।**- (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে;

(২) এই অধ্যাদেশের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।